কথাচিত্রে শরৎচন্দ্রের

# প রি ণী তা

পি, আর, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

◆

পরিবেশনা ঃ

কোয়ালিটি ফিলমস্

৬৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## পরিণীতা ঃঃ ভূমিকাঃ

ছবি বিশ্বাস, প্রমোদ গাঙ্গুলী, প্রভা, সন্ধ্যারাণী,
হরিমোহন বসু, জীবেন বসু, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, কালী সেন,
কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী গুহ, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়,
মনোরঞ্জন সরকার, মায়া বসু, মীরা দত্ত, পূর্ণিমা, রেবা,
বিজলা প্রভৃতি॥

### সংগঠনকারিগণ :

প্রযোজনায় —পি, এন, রায়
চিত্রগ্রহণে—বিভূতি লাহা
শব্দগ্রহণে—জগদীশ বসু
সুরশিল্পে—রবীন চট্টোপাধ্যায়
গীত রচনায়—অজয় ভট্টাচার্য্য
সম্পাদনায়—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রসায়নায়—শৈলেন ঘোষাল
দৃশ্যসজ্জায়—গোপী সেন
রূপসজ্জায়—পঞ্চানন দাস
স্থিরচিত্রে—বিশ্বনাথ ধর
দুলাল দাস
তত্ত্বাবধানে—কল্যাণ গুপ্ত

### সহকারিগণ :

পরিচালনায়—অশ্বিনী মিত্র, মানু সেন
কৃষ্ণগোপাল লাহিড়ী
হিতেন মুখোপাধ্যায়
ধীরেন শীল
চিত্রগ্রহণে—সত্যেন চন্দ, মন্টু পাল
সুশান্ত মৈত্র
শব্দগ্রহণে—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরযোজনায়—কালীপদ সেন
তত্ত্বাবধানে—অমিতাভ রায়
রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনায়—সন্তোষ ভৌমিক
রসায়নে—অবনী রায়, তীর্থ-সলিল
কমল, বাদল,
দেবব্রত ও সুনীল

পরিচালনা এবং চিত্রনাট্য— পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

## পরিণীতা

# পরিণীতা

( কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সার )

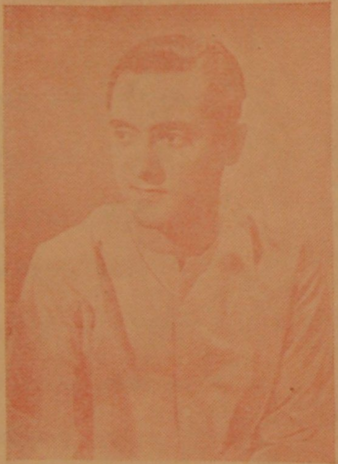

পুরাতন কলিকাতা সহরের বুকে—এক পাঁচিলে দুই বাড়ী। একটী তেতলা, অপরটী দোতলা। তেতলার মালিক নবীন রায় গুড়ের কারবারে লাখ টাকা রোজগার ক'রে সম্প্রতি তেজারতি ব্যবসা কর'ছেন। দোতালার বাসিন্দা গুরুচরণবাবু একাদিক্রমে পাঁচটী কন্যার পিতা। প্রথমা কন্যার বিবাহ দিয়েই তিনি তাঁর ভদ্রাসনটীকে বন্ধক রাখলেন প্রতিবেশী নবীন রায়ের কাছে। নবীন রায় মনে মনে হলেন খুসী।

বন্ধকী বাড়ী ভাঙা, পড়ুক আর নাই পড়ুক, দুই বাড়ীর ছাদের মাঝে যে পাঁচিল ব্যবধানের সৃষ্টি কর'ছিল, তার অনেকখানি অংশই ভূমিসাৎ হয়ে দু'বাড়ীর অন্দরমহলকে একটা যোগসূত্রে আবদ্ধ রেখেছিল। এই পাঁচিলটা ভাঙা থাকায় বিশেষ ক'রে সুবিধা হয়েছিল গুরুচরণের ভাগিনেয়ী ললিতার। মা-বাপ হারিয়ে যেদিন থেকে ললিতা তার গরীব মামার আশ্রয়ে এসে বাস করছে, প্রায় সেই দিন থেকেই সে নবীন রায়ের সংসারের সঙ্গে পরিচিত; নবীনের স্ত্রী ভুবনেশ্বরী হয়েছেন তার মা, আর নবীনের ছোট্ট ছেলে শেখরনাথ হয়েছেন তার—শেখরদা। যত আবদার, অভিযোগ, অনুযোগ তার শেখরদার কাছে—শেখরদা তার বড় আপনার লোক

শেখরদা'র অনুমতি না নিয়ে ললিতার একপাও নড়বার উপায় নেই—কিছু করবার জো নেই তার মত না নিয়ে।—ললিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে শেখর তাকে স্নেহ করেছিল নিশ্চয়ই।—কিন্তু যেমনি দিন এগিয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে ললিতা তার বালিকাবয়স পার হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেছে, অমনই পরিচয় ঘনীভূত হয়ে শেখরের মনের স্নেহ ধীরে ধীরে রূপান্তর গ্রহণ করেছে—ভালোবাসায় সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে।

ললিতার দিন বেশ স্বচ্ছন্দেই কেটে যাচ্ছিল—কিন্তু বিপদ বাধল গিরীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে—গিরীন্দ্রনাথ ললিতার সখী চারুবালার মামাতো মামা, ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলে।—ললিতার সঙ্গে তার পরিচয় তাসখেলার ভিতর দিয়ে।—ললিতাকে তার মনে ধরেছে। ললিতার মামা গুরুচরণবাবু গিরীন্দ্রনাথের ব্যবহারে মুগ্ধ—সদাহাস্যময় অমায়িক স্বভাব ছেলেটীকে কাছে পেয়ে তিনি খুসী।—নবীন রায়ের কাছে গুরুচরণের দেনাটা গিরীন্দ্রনাথ যখন এক কথায় শোধ ক'রে দিল, তখন সে হয়ে পড়ল গুরুচরণের পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু।—বাড়ীটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় নবীন রায় মনে মনে বেশ একটু চট্‌লেন।—কিন্তু তার চেয়ে ঢের

বেশী অখুসী হ'ল শেখরনাথ মনে মনে প্রমাদ গ'ণে।—একেই তো গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে ললিতার মেলা-মেশাকে সে আদৌ পছন্দ করত না, তার ওপর যখন সে দেখল, গিরীন্দ্রনাথ তার টাকার জোরে গুরু-চরণের পরিবার ভুক্ত সকলকেই বশ ক'রে ফেলেছে, এবং গিরীন্দ্র-নাথের আসল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে—ললিতা, তখন সে অন্তরের অন্তস্থলে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।—তাই ললিতাকে ছেড়ে বিদেশ যাবার পূর্ব্বরাত্রে সে পূর্ণিমা-রজনীর চন্দ্রাতপতলে দাঁড়িয়ে ললিতাকে কঠিন পাশে আবদ্ধ ক'রে নিজের মনকে নিশ্চিন্ত ক'রে ফেলল—বিস্মিত, স্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ ললিতা সলজ্জ চাহনি নিয়ে শেখর-নাথের চরণে প্রণাম করল তাকে স্বামিত্বের পদে অভিষিক্ত ক'রে।

শেখরনাথ যখন বিদেশ থেকে ফিরল, তখন সে দেখল—গুরুচরণবাবু ইতি মধ্যেই ব্রাহ্ম হয়ে পড়েছেন, ভাঙা পাঁচিল জোড়া লেগে আরও উঁচু হয়ে দুই পরিবারের মাঝে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। সে শুনল, ললিতার বিবাহ হবে গিরীনের সঙ্গে—ললিতা এবং তার মাঝে গিরীন এসে দাঁড়িয়েছে অভ্রভেদী প্রাচীরের মত—সে-ব্যবধান সামাজিক ব্যবধান থেকেও কঠিনতর।

ললিতা কি গিরীন্দ্রনাথকে ভালোবাসে? যাকে সে একদিন মনে মনে স্বামিত্বে বরণ করেছে, তাকে কি সে এত সহজে পরিত্যাগ ক'রতে পারে? শেখরনাথ কি ললিতা কে ভুল বোঝেনি?—সমাজ এবং সংসার ললিতা ও শেখরনাথের মাঝে যে-দুরন্ত প্রাচীরের ব্যবধান খাড়া করেছে, বিধাতা কি তাকে স্বীকার ক'রে নেবেন?

এক

আনন্দ তোর হাসির গড়া
কাঁদার যে সুখ আরো ভালো
আলোর সোনা দামী জানি
আরো দামী নিকষ কালো।
ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বেলে
দেখিস বাহার দু'চোখ মেলে
হৃদয়খানি দে'জ্বালিয়ে
নয়ন মুদে দেখবি আলো।
এই যে সায়র অশ্রুজলে
ডুব দে রে তার অতল তলে
মিলবে কত সুখের মাণিক
আঁধার যত সেই রাঙালো।
এই তো ভালো, ভাঙলো বাসা
উড়ে গেল সকল আশা
সর্ব্বনাশা ঝড়ের বাঁশী
ভালোবেসে কে বাজালো।

—ভিক্ষুক

দুই

এ জনমের বাঁধন সখি আর জনমে থাকবে,
আকাশে চাঁদ মাটির ফুলে চিরদিনই ডাকবে।
একের লাগি একের চাওয়া, ফাগুন চাহি পাখীর গাওয়া,
ভালোবাসার বাসাখানি মনের মাঝে বাঁধবে।
যে কথাটী গোপন আছে, পড়বে ধরা সবার কাছে,
ফাগুন রাতে নয়ন যখন নয়ন লাগি জাগবে।

—চারুবালা

## তিন

এপারে মুখর হ'ল কেকা ঐ
ওপারে নীরব কেন কুহু হায়
এক কহে আরেকটি একা কই,
শুভযোগে কবে হ'ব দুহু হায়।
অধীর সমীর পূরবৈঁয়া
নিবিড় বিরহব্যথা বইয়া
নিঃশ্বাস ফেলে মুহু মুহু হায়,
ওপারে নীরব কেন কুহু হায়॥
আষাঢ় সজলঘন আঁধারে
ভাবে বসি দুরাশার ধেয়ানে
আমি কেন তিথিডোরে বাঁধারে,
ফাগুনেরে মোর পাশে কে আনে।
ঋতুর দুধারে থাকে দুজনে
মেলেনা যে কাকলী ও কূজনে
আকাশের প্রাণ করে হুহু হায়।
ওপারে নীরব কেন কুহু হায়॥

—ললিতা ও শেখর



## চার

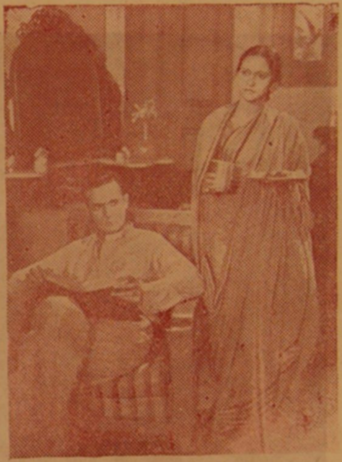

অঞ্চল পবনে ফাল্গুন বহিয়া
অঙ্গনে এলো গো কিছু নাহি কহিয়া
কে তুমি
চঞ্চল চরণে শিহরিত ধরণী
আনমনে এলে কি চম্পকবরণী
অঙ্গের সুবাসে অন্তর মোহিয়া
কে তুমি !
জোছনার সাথী কি এলে সব ভুলাতে
স্বপ্নের ঝুলনায় আজি মন দুলাতে
কোন্ খেলা হবে আজ জাগরণে রহিয়া
কে তুমি !

—শেখর

## পাঁচ

কাজের কথা দূর থেকে যে বলতে মানা,
কাছে এলে আ নহ তেহ যায় সেজানা
তোমার তরে
সে কোন্ ঘরে
কে জাগে আজ ?
কোন্ অভিসার
হবে তোমার
তাই কি এ সাজ ?
চাঁদের আলো উদাসী
বাজ্লো মাঠে কি বাঁশী ?
তোমার লাগি
প্রহর জাগি
কে ভোলে কাজ ?
মনে তোমার
খুসীর জোয়ার
চোখেতে লাজ।

—চারুবালা

ছয়

বিদায়ের বেলা কাঁদেনি যে আঁখি
কেঁদেছে পরাণখানি।
দেখ' নাই জানি জানি।
কোন্ ভুলে হায় দুয়ার খুলিয়া
দাঁড়ায়ে দেখেছি গিয়াছ চলিয়া
হৃদয়ে তখন ছিল যে কামনা
আবার ফিরায়ে আনি।
আজ কোথা তুমি, সে কোন্ ভুবনে
রচিলে ফাগুন কোন্ ফুলবনে ?
আমার কাননে গানের পাখীটি
ভুলে গেল যত বাণী

—শেখর

রবিন্দ্রনাথের
“এপারে মুখর হ'ল”
গানখানির কথা ও সুর বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

◈ ◈ ◈

কালী ফিলম্‌স এবং ইউনিটি প্রোডাকসন্স ষ্টুডিওতে গৃহীত
— এবং —
ফিলম্ সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে মুদ্রিত।

◈ ◈ ◈

মেসার্স ডি, পি, মিত্র এণ্ড কোম্পানী
আসবাবপত্রাদি সরবরাহ করিয়াছেন।

শ্রীকানাই লাল বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ২৬।৮এ, হ্যারিসন রোডস্থ রিভিউ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত এবং পি আর প্রোডাকসন্সের পক্ষে শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।